দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 23 JUL 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

# শিক্ষাঙ্গন

## শিক্ষকের গুণাবলী

পাঠশালা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়, সকল স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই যারা শিক্ষাদান, শিক্ষকতা করেন তাদের সাধারণ পরিচয়, তারা শিক্ষক। সমাজে শিক্ষক হওয়া একটা সাধারণ ব্যাপার নয়। এই শিক্ষক পদবী ও শিক্ষাদান কাজের মধ্যে আছে একটা বিশেষ গৌরব, একটা দুর্লভ সম্মান ও অপরিসীম আনন্দবোধ। এটা মোটেই অত্যুক্তি নয়। এই গৌরব ঋষি-তাপসদের কীর্তি গৌরবের মতই অতি সুমহান ও অতি পবিত্র। তাৎপর্যের দিক দিয়ে রাজা-বাদশার মুকুটের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। তাই তো আমরা দেখছি অতীতে শিক্ষকের নিকট শিক্ষা পেয়ে সম্রাটও হন শ্রদ্ধায় নতজানু এবং সম্রাট তনয় সম্রাটের নয়, পরম পূজনীয় শিক্ষকের পা পানি দিয়ে ধুয়ে দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। শিক্ষকের গুণ ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় বলতে হয়, শিক্ষকতার পবিত্র ব্রত গ্রহণ ও সে কাজ যারা করেন তাদেরকে স্বভাবতঃই শিক্ষাগুণমণ্ডিত এক বিশেষ মানসিকতা ও বিনয়াবনত সৌজন্যের অধিকারী হতে হয়। শিক্ষার গুণ ও বৈশিষ্ট্যের মূর্ত প্রকাশ ঘটবে শিক্ষকের চরিত্র ও কাজে। তাঁরা অমানুষকে মানুষ করেন। মানুষরূপে জন্ম লাভকারী মনুষ্য সন্তানের পশুত্ব দূর করে তৈরী করেন প্রকৃত মানুষ। এইরূপ অসংস্কৃত মানব সন্তানকে শিক্ষা দিয়ে সমাজের কাম্য ও আদর্শ মানুষে পরিণত করে তিনি হন সে সন্তানের দ্বিতীয় জনক। সে জনকরূপী শিক্ষকের তৈরী কোন কোন তথাকথিত শিক্ষিত সন্তান ক্ষমতা, গর্ব, অহঙ্কার প্রভৃতির ভারে ও মোহে হতে পারেন মদমত্ত। সে শিক্ষিতরা ক্ষেত্র ও সুযোগ পেলেই পরিচয় দিতে পারেন নিজেদের পদ ও পদবীর, দেখাতে পারেন ক্ষমতা ও দাপটের প্রতাপ। নিজেরা আঁধার থেকে আলোতে উঠে অন্ধকারে পড়ে থাকাদেরকে করেন ঘৃণা। কিন্তু শিক্ষকের পক্ষে এরূপ পদ ও ক্ষমতার মোহ ছেলেমিপনা মাত্র, যা একান্ত বেমানান ও হাস্যকর বটে। বরঞ্চ শিক্ষার মাধ্যমে এই সমস্ত অবাঞ্ছিত বৈশিষ্ট্য ছাত্র-ছাত্রীদের স্বভাব ও চরিত্র থেকে দূর করাই শিক্ষকের প্রধান কাজ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, শিক্ষকের পদ ও ক্ষমতালিপ্সা তার জ্ঞানের যেমন অপূর্ণতা প্রকাশ করে তেমনি কলঙ্কও। তাই তো কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের যিনি যথার্থই জ্ঞানী শিক্ষক তিনি পরিচয় জিজ্ঞাসিত হলে বলেন, আমি একজন শিক্ষক। হাস্যকর হবে যদি বলেন, আমি কলেজের প্রফেসর। বুঝা যাবে, শিক্ষার নমনীয়তা সেখানে উদাত্ত; পদের মোহ ও প্রতাপ প্রকট।

শিক্ষকের কাজ, সে এক বিশেষ ধরনের কাজ। অন্যের আঁধার মনে আলো জ্বালানো, দুর্বলকে শিক্ষার শক্তিতে শক্তিমান করা এবং সর্বোপরি শিক্ষার মহৌষধে মৃতবৎকে জীবিত করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। সমাজ ও দেশের অন্য দশটা পেশার কাজ থেকে শিক্ষকতার কাজ প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের।

শিক্ষকের কাজের প্রধান ও একমাত্র বিশেষ উপকরণ হচ্ছে মানব সন্তান, মানুষ। কিন্তু শিক্ষকের মানুষ কাছে এগোয়, কথা বলে, আলোকিত হয় এবং তার প্রাণ-পরশমণির স্পর্শে সোনা হয়। মানব সম্পর্কিত প্রশাসকগণ একটাকে শাসন করে অন্য দশটাকে বশ করেন, অথচ তাদের সে বশকরণের বশীভূতদের মনে যে আঁধার তা অটুটই থাকে। কিন্তু শিক্ষককে প্রত্যেকটি মনের কাছে গিয়ে নিজের মনের শিখাস্পর্শে প্রদীপ্ত করতে হয়।

কামার-কুমোর-তাঁতী-চাষীর মুঠোয় থাকে ধরা-ছোঁয়ার মূর্ত ও প্রত্যক্ষ উপকরণ। কিন্তু শিক্ষকের হাতে তা নেই। যে শিক্ষার্থীর মন নিয়ে শিক্ষকের কাজ সে মন নাড়াচাড়া করতে গিয়ে কাঁচের মত ভেঙ্গে যায়, বেঁকে যায়। তাহলে শিক্ষাদান কার্য অসম্ভব। তাই শিক্ষককে হতে হবে কৌশলী, ধৈর্যশীল, উদার, সংবেদনশীল ও অপত্যস্নেহের অধিকারী। শিক্ষক শিক্ষার্থীর মনে কোন শিক্ষা চাপিয়ে দিতে পারেন না। তিনি শিক্ষা গ্রহণের নিমিত্ত ছাত্রের মনকে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। তিনি শিশুর সুপ্ত ও আঁধার মনে শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে দেন; শিশুও শিক্ষার্থী, তখন নিজেই সে আলোকিত ঘর মণিমুক্তা সংগ্রহে করে পূর্ণ। শিক্ষকের কাজের মূল্য সমাজ দিতে পারে না। তিনি সমাজের স্রষ্টা। সৃষ্ট সমাজ সর্বদাই শিক্ষকের নিকট ঋণী।

—সিরাজ হক

## ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি

ঢাকা ভার্সিটিতে শিক্ষার শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য বিভিন্ন সেমিনার করে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। ঢাকা ভার্সিটিতে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য আমাদের সচেতন বুদ্ধিজীবী অভিভাবক মহল আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ঢাকা ভার্সিটির সেশন জট নিরসনের জন্য কর্তৃপক্ষের কিছু কিছু পদক্ষেপকে আমরা সাদরে স্বাগত জানাই। যে মুহূর্তে কর্তৃপক্ষ নব পদক্ষেপে অগ্রযাত্রার পথ রচনা করেছিলেন ঠিক সে মুহূর্তেই কোন কোন রাজনৈতিক মহল তথা কিছু সংখ্যক ছাত্রের ব্যক্তি স্বার্থের ছত্রছায়ার কবলে পড়ে ভার্সিটি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। যা অতি পরিতাপের বিষয়।

পূর্বেও ছাত্র আন্দোলন হতো। কিন্তু তখনকার ছাত্র আন্দোলন হতো ঐক্যবদ্ধভাবে। তাদের সেই আন্দোলনের পশ্চাতে থাকতো সৎ, মহৎ ও সুপরিকল্পিত উদ্দেশ্য। কিন্তু বর্তমানের ছাত্র আন্দোলন মানে কোন রাজনৈতিক মহলের দলীয় স্বার্থ রক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু আজ অতি দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে বর্তমান ছাত্র সমাজ অতীতকে ভুলে গিয়ে নিজেদের বিরুদ্ধে নিজেরা লড়ছে, সংগ্রাম করছে। একের প্রতি অন্যের নেই কোন শ্রদ্ধা, সম্মান, মায়া ও সহানুভূতি। এভাবে তারা যদি একে অন্যের বিরুদ্ধে লড়তে থাকে তবে হয়ত বা একদিন ছাত্র সমাজের অস্তিত্বই বিলীন হয়ে যাবে। এবং গোটা ছাত্র সমাজের উপর নেমে আসবে কলঙ্কের ছাপ।

গত কয়েকদিন পূর্বে ভার্সিটি অঙ্গনে যা ঘটে গেল তাতে আমরা সকলেই শোকাহত ও মর্মাহত। একই ঘটনায় ঝরে গেল কয়েকটি তাজা প্রাণ। যারা আজ অন্তিম শয্যায় শায়িত তারা উচ্চ শিক্ষা লাভ করে একদিন মানুষ হয়ে পিতামাতার কাছে ফিরে যাবে এই আশায় এখানে এসেছিল। কিন্তু আজ তা না হয়ে তারা লাশ হয়ে ফিরে গেল তাদের পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনের কাছে। আর এসব ভয়াবহ ঘটনার কারণেই বছর বছর আমাদের শিক্ষাবর্ষ পিছিয়ে পড়ছে। তাতে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে আমাদের অভিভাবকগণ।

তাই আজ অতি দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলতে হচ্ছে, ভবিষ্যতে যাতে কোন ছাত্র-ছাত্রীকে লাশ হয়ে স্বীয় পিতামাতার কাছে ফিরে যেতে না হয়। ভবিষ্যতেও যদি এর ব্যতিক্রম কিছু ঘটে তবে আমাদের সাধারণ ছাত্র সমাজের কাছে এর জবাবদিহি করতে হবে।

সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের জানমালের নিরাপত্তার জন্য তারা যাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লেখাপড়া শেষ করে কর্মজীবনে প্রবেশ করতে পারে তার সুষ্ঠু উপায় আমাদের খুঁজে বের করতেই হবে।

—এম, জেড, হক (মুকুল)